আঘাত

তপন দেবনাথ

মফস্বল শহরে থেকে তিনি এখন যা বেতন পান তা দিয়ে পোষাতে পারছেনা না একেবারেই। জিনিসপত্রের দাম প্রতিদিন যেভাবে বাড়ছে তাতে নাভিঃশ্বাশ উঠেছে অনেক আগেই। কিছুর করণীয় নেই বলেই অনেকটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। আজ একদাম তো কাল আর একদাম। পরশু যে দাম কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা কেউ জানে না। দাম কমার মত বিরল ঘটনা তার জীবনে খুব একটা ঘটেনি। জীবন চলছে বলতে গেলে জোড়া তালি দিয়ে। একে চলে যাওয়া না বলে বরং চালিয়ে যাচ্ছেন বলাই ভালো। ভাবছেন কালীপদ বাবু, এ কি অস্থিরতা শুরু হলো রে বাবা। বছর গেলে সামান্য ক'টা টাকা বেতন বাড়ে। এ পর্যন্তই। এ দিয়ে হয়তো একটি জিনিসের বাড়তি দাম মেটানো যায় কিন্তু দাম তো বাড়ছে প্রতিটি জিনিসের। অংকের হিসেব একেবারেই মিলছে না তার। টানাপোড়েন। এ যেন জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বড় মেয়েটা এবার কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে। ছোট মেয়েটা ক্লাস নাইনে। স্ত্রীকে নিয়ে চারজনের সংসার। এই মফস্বলেও এত টানাটানি। শহরে হলে না জানি কেমন হতো।

এই শহরটির প্রতি কালিপদ বাবুর একটা মায়া জন্মে গেছে। বহু বছর কেটে গেল এখানে। শান্ত শহর। সন্ধ্যের পর আর লোকজন তেমন থাকে না। বিদ্যুতের যে অবস্থা, কখন যায় আর কখন আসে তা কেউ জানে না। বিদ্যুৎ নেই এটি আর এখন কোন খবরই নয় বরং আছে এইটি একটি খবর হতে পারে।

ছোট বেলা গান শেখার যে বিদ্যাটুকু কালিপদ বাবু আয়ত্ব করেছিলেন তা তাকে বড় শিল্পী হতে সাহায্য না করলেও টানাপোড়েন জীবনে বেশ সাহায্য করেছে। যেখানেই গিয়েছেন একটি টিউশনি পেতে তাকে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি। এতে তার অভাবী সংসারে যেমন সাহায্য হচ্ছে অন্যদিকে সঙ্গীতের চর্চাটা তার অব্যাহত রয়েছে।

এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত হাতছানি দিয়ে ডাকছে কালিপদ বাবুকে। আর ৩ বছর পরেই তিনি চাকরি থেকে অবসর নিবেন। পেনশনের টাকায় সংসার চালানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না। নিজের টাকা নিজে মানে পেনশনের টাকা পেতে যে ভোগান্তির কথা শোনা যায় তা তাকে এখনই আতংকিত করে তুলেছে। সংসারের প্রয়োজনগুলো কোন বয়স মানে না, আয় ব্যয়ের হিসেব মানে না। এবারের টিউশনিটা পেয়ে কালিপদ বাবু খুব খুশী। ভদ্রলোক অমায়িক ব্যবহার করেন। মাস না যেতেই খামে ভরে টাকাটা দিয়ে দেন। কোনদিনই চাইতে হয় না। বেতনটাও ভালো দেন। আসলে শিল্প সাহিত্যের কদর বোঝে এমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে খুব কম। তাদের ধারণা যারা গান গায় বা গল্প লেখে তাদের কোন টাকার প্রয়োজন হয় না। এসব খেয়েই তাদের দিন কাটে।

আজকের সমাজে চিন্তাশীল বা সৃজনশীল লোকগুলো সবচেয়ে বেশী অবহেলিত। এদের নিয়ে কেউ ভাবে না। পারলে যেন বেশী করে আঘাত করে। এর মধ্যেই তারা আলাদা মজা পায়। এ নিয়ে কালিপদ বাবুর আপসোসের অন্ত নেই।

টিউশনি করে বাসায় ফেরার পথে একটি বাড়ি ভাড়ার সাইনবোর্ড দেখে তিনি দাঁড়ালেন। একটু এগিয়ে গেলেন। সস্তায় বাড়ি ভাড়া। বিষয়টি তিনি মনে রাখলেন। যে দিনকাল পড়েছে তাতে খরচ বাঁচিয়ে না চলতে পারলে রক্ষে নেই। এখন যে বাড়িতে থাকেন যদি নতুন বাসাটির ভাড়া আর একটু কম হয় তাহলে তিনি নিয়ে নিবেন। কেননা আয়ের সাথে ব্যয়ের কোন সামঞ্জস্য নেই এখন। খরচ কমানো ছাড়া তিনি আর কোন বিকল্প দেখছেন না।

এদিকে বাসাটি নিতে পারলে প্রতিদিন যে রিক্সা ভাড়া লাগে সেটিও আর লাগবে না। খরচ কমানোকেই কালিপদ বাবু আয় ভাড়ানো বলে ধরে নিলেন। মধ্যবিত্তরা এখন কি পেরেশানিতে আছে তা বাইরে থেকে কারো বোঝার উপায় নেই। আর যারা অল্প আয়ের সরকারি চাকুরে তাদের অবস্থা

সঙ্গীন। আগামী দিন বড় মেয়ে সোনালীকে নিয়ে বাসাটি দেখতে যাবেন বলে কালিপদ বাবু স্থির করলেন।

শনিবার বিকেল। আজ সাপ্তাহিক ছুটির দিন। বড় মেয়ে সোনালীকে নিয়ে কালিপদ বাবু নতুন বাসার খোঁজে বের হলেন। ছোট মেয়ে শ্যামলীকেও যেতে বললেন। সে প্রাইভেট মাস্টারের বাসায় যাবে বলে যেতে পারলো না।

দু'দিন আগে যেখানে কালিপদ বাবু বাসা ভাড়ার সাইনবোর্ডটি দেখতে পেয়েছিলেন তার কাছাকাছি আসতেই দেখলেন অন্য একটি বাড়িতে ঘরের সামনে একজন লোক বসে খবরের কাগজ পড়ছে। কালিপদ বাবু তাকে আগে চিনতেন না। সাইনবোর্ডে কোন ঠিকানা লেখা ছিল না। বাসাটি কোন দিকে হতে পারে জানার জন্য কালিপদ বাবু একটু এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে বলল, 'ভাই সস্তায় বাড়ি ভাড়া বাড়িটি কোন দিকে হবে বলতে পারবেন?'

পত্রিকা থেকে মুখ তুলে কটমট দৃষ্টিতে লোকটি জবাব দিল- 'স্টেশনে যান। সব ফ্রি।'

থ খেয়ে গেলে কালিপদ বাবু। লোকটি এমনি করে জবাব দিতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারেননি। মুখটা কালো হয়ে গেল কালিপদ বাবুর। সোনালীর দিকে মলিন মুখে তাকিয়ে তিনি বললেন, চল মা।

লোকটি যা বলেছে সোনালী তা বুঝতে পারেনি কিন্তু হঠাৎ করে বাবার মলিন মুখটা দেখে তার ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে গেল।

লোকটা কি বলল বাবা? স্টেশনে যেতে বলল কেন?

ও কিছু না মা। চল আমরা খুঁজে বের করে নিব।

না বাবা লোকটা তোমাকে খারাপ কিছু বলেছে। তোমার মুখ দেখেই তা বোঝা যায়।

কালিপদ বাবু লোকটার কথা মেয়েকে বলতে চান না। লোকটা সম্পর্কে সোনালীর একটা খারাপ ধারণা জন্মাবে। আবার তিনি ভাবলেন, লোকটার মধ্যে যদি সামান্য শিষ্টাচারও থাকতো তাহলে সে এভাবে জবাব দিতে পারত না। আমি তো তার কাছে ভিক্ষে চাইনি বা একটু আশ্রয়ও চাইনি যে তার কোন কষ্টের কারণ হবে। সে না চিনলে না বলতে পারত। আমার কিছু বলার ছিল না। তাকে যে চিনতেই হবে এমন তো কোন কথা নেই। খবরের কাগজ পড়ছে দেখে মনে হলো শিক্ষিত লোকই হবে। সে আমাকে স্টেশন দেখিয়ে দিলো? মানুষও এত রুক্ষ মেজাজের হয়?

বল না বাবা লোকটা তোমাকে কি বলেছে?

মেয়ের অনুরোধ কালিপদ বাবু উপেক্ষা করতে পারলেন না। এ মুহূর্তে তার অবস্থা আহত পাখির মত। মেয়েকে বলে যদি মনটা একটু হালকা হয়।

কোন বাসাটা ভাড়া হবে লোকটাকে জিজ্ঞেস করতে সে আমাকে স্টেশনে যেতে বলে।

স্টেশনে যেতে বলল কোন বাবা?

রেল স্টেশন সরকারী জায়গা। সেখানে সব গৃহহীনরা থাকে। কোন ভাড়া লাগে না সেজন্যই স্টেশনে যেতে বলেছে।

সোনালীর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। কালো মেঘে যেন তার সব অস্তিত্বকে ঢেকে দিয়েছে। এমন সুন্দর বিকেলটা একেবারে অর্থহীন হয়ে গেল।

আমরা তো ফকির নই বাবা যে লোকটা আমাদের রেল স্টেশনে আশ্রয় নিতে বলেছে।

সে হয়তো তাই ভেবেছে। চল বাসার দিকে চলে যাই। কালিপদ বাবুর মুখের অন্ধকার এখনও কাটেনি।

বাসা দেখবে না বাবা? এতটা পথ এলাম। একটু ঘুরে দাঁড়াল সোনালী।

না রে মা। চল বাসায় চলে যাই।

কেন দেখবে না বাবা? লোকটার কথায় আমরা চলে যাব? চল, তাকে আমরা কিছু বলে আসি।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলের মূল্য' গল্পটি পড়েছিস? না পড়ে থাকলে পড়ে নিস।

কি আছে বাবা সে গল্পে?

পড়লেই বুঝতে পারবি। চল বাড়িতে চলে যাই।

আমরা তো তা হলে হেরে গেলাম বাবা। একজন লোকের কথায় কোন প্রতিবাদ না করে আমরা বাসায় বলে গেলাম। এটা কেমন কথা হলো।

শিক্ষার সাথে শিষ্টাচার না থাকলে সে শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে না রে মা। একজন লোককে আঘাত করা খুব সহজ কিন্তু তাকে আনন্দ দেয়া সহজ নয়। ভগবান এত সুন্দর করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মুখ দিয়েছেন মাত্র একটি, কথা কম বলার জন্য। আর কান দিয়েছেন দুটো বেশী করে শোনার জন্য। ভগবান চাইলে কি মানুষকে আরো একটি মুখ দিতে পারতেন না? সব কথার প্রতিবাদ করতে নেই। তাহলে নিজের সম্মানই কমে। সয়ে যাওয়ার মতো গুণ আর হয় না। চলতো বাড়িতে চলে যাই। কার মুখ দেখে যে বের হয়েছিলাম।

তুমি এখানে দাঁড়ায় বাবা আমি লোকটাকে জিজ্ঞেস করে আসি সে আমাদের কি ভেবেছে?

কোন দরকার নেই রে মা। এরপর সে হয়তো আরো কটাক্ষ করে জবাব দিবে। গাছ তোর নাম কি ফলে পরিচয়। প্রবাদটি জানিস না? সে আমাদের যা খুশি মনে করুক। অপরাধ করেছি বাসাটি কোন দিকে জানতে চেয়ে। সে বলে দিয়েছে স্টেশনে যেতে। যারা স্টেশনে দিন কাটায় তারাও মানুষ। আমাদেরই সমাজের মানুষ। ভাগ্যের বিপর্যয়ে তারা রেল স্টশনে বা বাস টার্মিনালে দিন কাটায়। যে কোন সময় যে কারো এ পরিণতি হতে পারে।

আমাদেরকে দেখে কি লোকটার তাই মনে হলো?

সোনালীর রাগ যেন ফেটে পড়েছে। পারলে সে লোকটার ঘাড় মটকে ধরে। কলেজে পড়ে সে। রক্ত গরম। বাবার জন্যই সে লোকটাকে সমুচিত জবাব দিতে পারছে না। তাই বলে আমরা তাকে কিছু না বলে চলে যাব?

চলে না গিয়ে কি করব? কিছু সংখ্যক লোকই আছে যাদের কাজ হলো অন্যকে আঘাত করা। খোঁচা মেরে কথা বলা, গায়ে পড়ে ঝগড়া করা, তিলকে তাল বলে গন্ডগোল সৃষ্টি করা। বৈজ্ঞানিকগণ এদের আচরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে বংশানুক্রমিকভাবেই এরা এ ধরণের চরিত্রের অধিকারী। এসব তারা না করে থাকতে পারে না। অন্যকে আঘাত করার মধ্যেই এরা আনন্দ খুঁজে পায়। মান-সম্মান জিনিসটা এদের মধ্যে নেই। এরা বেহায়ার মধ্যেও বেহায়া। শুধু এই লোকটিই নয়। এই ধরণের লোকের সংখ্যা প্রচুর। এমন কি অতি উচ্চ শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এধরণের লোক দেখা যায়। আবার এর বিপরীতও আছে। অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও অতি উচ্চমানের শিষ্টাচার লক্ষ্য করা যায়। আসল ব্যাপার হচ্ছে আমি কি হতে চাই।

কীভাবে নিজেকে অন্যের কাছে উপস্থাপন করতে চাই। আমি যা চাইবো আমি তাই করতে পারবো। আমি যদি সম্মান চাই তাহলে আমাকে অন্যকে আগে সম্মান করতে হবে। আমি কাউকে সম্মান না করলে কেউ আমাকে সম্মান করবে এমনটি ভাবা ঠিক নয়।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, আমরা তো অন্যায় সহ্য করে পরাজিত হয়ে চলে যাচ্ছি।

লোকটা অন্যায় করেনি রে মা। অভদ্রতা করেছে। আমাদেরকে খুব ছোট মন দিয়ে চেখেছে। কোন ভিক্ষুক এসে যখন ভিক্ষা চায় আর বাড়িওয়ালা বলে মাফ করেন অনেকটা ঐরকম। অবশ্য তাতে আমাদের কিছুই মনে করার নেই। আমরা যদি একথা মনে রাখি আর কষ্ট পাই সেটা হেব আমাদের জন্য ভুল, কেননা লোকটা আমাদের কেউ নয়। আমরা তাকে চিনি না। সে কি রকম আচরণ করল তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।

এবার সোনালী হাটতে আরম্ভ করল। যে পথে তারা বাসা থেকে এসেছে আবার সে পথেই বাসার উদ্দেশ্যে হাটতে শুরু করল।

আমাদের নিয়ে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না বাবা?

এ কথা বলিস কেন রে মা? কালিপদ বাবু মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন।

না, এমনিতেই বললাম বাবা। এই বয়সেও চাকরি করার পর টিউশনি করছ। একটু বিশ্রাম নেই তোমার। আমরা তোমাকে কোন সাহায্যই করতে পারি না। সাহায্য করবি কি করে? এখনও তো পড়াশুনাই শেষ হলো না। আগে পড়াশুনা শেষ হোক। তারপরে না কিছু একটা করবি। দিনকাল ভালো যাচ্ছে না রে মা। একা আমার নয়, সারা দেশেই একটা অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যেন সাধারণ মানুষের জীবনটাকে শেষ করে দিচ্ছে। তাই বাসাভাড়ার সাইনবোর্ডটা দেখে মনে করলাম যদি এখান থেকে ভাড়াটা একটু কম হয় তাহলে বাড়তি খরচের চাপটা একটু কমবে। তাই তোকে নিয়ে যাওয়া। পছন্দ হলে পাকা কথা বলেই আসতাম। আমাদের ভাড়া থাকা ছাড়া আর উপায় কি বল?

বিকেলটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল সোনালীর কাছে। বোন শ্যামলীকে গিয়ে এখন সে কি বলবে। সবাই জানে সে বাবার সাথে বাসা ভাড়া করতে গিয়েছে অথচ বাসা না দেখেই তারা ফিরে এসেছে।

এক ধরণের অপ্রকাশিত অপমান কালিপদ বাবুর মুখশ্রীটাকে অন্ধকার করে দিল। সোনালীকে নিয়ে তিনি বাসায় ফিরে এলেন।

- লস এঞ্জেলেস।